তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৬৬

**সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সোচ্চার ভূমিকা রাখতে হবে**

 **--- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, ধর্মকে ব্যবহার করে এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিবেশে নষ্ট করার জন্য তৎপর রয়েছে। এদের বিষয়ে খতিব, ইমাম, ওলামা-মাশায়েখ এবং অন্য সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সোচ্চার ভুমিকা পালন করতে হবে।

 আজ ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের ভাষা শহিদ আব্দুল জব্বার মিলনায়তনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত ‘ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প’ শীর্ষক আন্তঃধর্মীয় সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ দেশের মানুষ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন। তাদের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান কাজে লাগিয়ে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডাসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে সম্প্রীতি রক্ষার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

 পবিত্র কুরআন ও রাসুল (সা.) এর বাণী উদ্ধৃত করে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইসলাম ধর্মে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের বিষয়ে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, যাচাই-বাছাই না করে গুজবে কান দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কোনো উস্কানিতে নির্ভর করে সহিংসতায় জড়িত হওয়া অত্যন্ত অন্যায় ও গর্হিত কাজ। এর মাধ্যমে আমাদের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা কোনোভাবেই আর উদ্ধার করা যায় না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় অধিকার দেয়া হয়েছে। জাতির পিতা আমাদের সংবিধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলনীতি সন্নিবেশ করে গেছেন। এই মূলনীতি রক্ষা করে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে সকল দল, মত, ধর্ম, শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে।

 ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপে আরো বক্তৃতা করেন সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আবেদীন খান, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতন বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের পরিচালক আব্দুল্লাহ আল শাহীন, ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূইয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ফজলুর রহমান, এডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ শফিকুল ইসলাম।

#

আনোয়ার/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/২০৪৫ঘণ্টা

Handout Number : 4365

**Bangladesh and Thailand celebrate 50 Years of Diplomatic Ties: Commemorative Stamp unveiled, e-Book launched**

Dhaka, 30 October:

 Bangladesh and Thailand are celebrating the 50 Years of Diplomatic Relations in a befitting manner and with fervor through a series of events throughout this year. As a part of this celebration, an event to unveil a commemorative stamp and launching of an e-Book was held at the Ministry of Foreign Affairs today.

 Foreign Secretary Masud Bin Momen and the visiting Thai Permanent Secretary-designate Sarun Charoensuwan jointly unveiled the commemorative stamp and launched the e-Book at the simple ceremony. On this occasion, Foreign Secretary paid his rich tribute to the Father of the Nation and to the martyrs of our Great War of Liberation, and paid his homage to the late King Bhumibol of Thailand for his historic role vis-a-vis our independence.

 In their remarks, both the Foreign Secretary and Permanent Secretary expressed happiness at the friendly and multidimensional bilateral relations between Bangladesh and Thailand that flourished over the last five decades and evolved from strength to strength. Both of them stressed the importance of maintaining the momentum of the friendly and constructive bilateral engagements for raising the relations to a strategic level. They called for further exploring the untapped potentials for mutual benefits of the two neighboring countries.

 It may be mentioned that Thailand recognized Bangladesh on 05 October 1972 being one of the few countries that extended recognition to an independent and sovereign Bangladesh very early into her independence.

#

Mohsin/Pasha/Enayet/Sanjib/Mahmud/Arafath/Zoynul/2022/2010 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৬৪

**ভূমিকম্প পরবর্তী দুর্যোগ মোকাবিলায় বৃহত্তম অনুশীলন শুরু**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

 বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক আর্মি কমান্ডের যৌথ উদ্যোগে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় বৃহত্তম অনুশীলন শুরু হলো আজ থেকে। ঢাকায় কুর্মিটোলা আর্মি গলফ ক্লাবে ভূমিকম্প পরবর্তী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর আন্তর্জাতিক অনুশীলন (Disaster Response Exercise and Exchange-DREE)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান। চার দিনের এই আন্তর্জাতিক অনুশীলনে বিশ্বের ২৭টি দেশের ৩৭৫ জন প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন।

 প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অ্যাকোয়াটিক সি সার্চবোট, মেরিন রেস্কিউ বোট, মেগাফোন সাইরেনসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে । এ কার্যক্রম সহজ করার জন্য আরো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

 ভূমিকম্প পরবর্তী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য ভূমিকার কথা তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিনিয়োগ, দুর্যোগের পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নতুন আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন, দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি,আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উদ্ধার কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবীদের নিবেদিত প্রচেষ্টাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি এক ডিজিটে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

 সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান এনডিসি এ সময় উপস্থিত ছিলেন ।

#

 সেলিম/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯৩০ঘণ্টা

Handout Number : 4363

**Thai Permanent Secretary-designate calls on Foreign Secretary**

Dhaka, 30 **October** :

 The visiting Thai Permanent Secretary-designate Sarun Charoensuwan highly praised the interfaith harmony in Bangladesh that he observed during his offering of the Royal Kathina Robe at a temple in Binajuri in Chattogram yesterday. He shared these views during his courtesy call on Foreign Secretary (Senior Secretary) Masud Bin Momen at the Ministry of Foreign Affairs today.

 The visiting Thai dignitary also expressed his very positive impression of the huge development process going in the country. Welcoming the Thai Permanent Secretary-designate to Bangladesh on his maiden visit, Foreign Secretary stressed the importance of strengthening a stronger regional approach to cope with the emerging challenges, particularly caused by the pandemic and the raging conflicts in Europe. In view of the crises stemming from the food and energy insecurity, supply chain disruptions, the looming threats of recession etc., Foreign Secretary called for more synergies and fruitful cooperation among the neighbors.

 Expressing his satisfaction over the successful holding of the second Foreign Office Consultation (FOC) in Bangkok in March this year, Foreign Secretary emphasized on continuing such mechanisms in order to maintain the desired momentum in the bilateral relations. He invited the Thai Permanent Secretary-designate for the Third FOC to be held in Dhaka at a mutually convenient date. Foreign Secretary also sought a more proactive Thai support vis-à-vis the issue of the repatriation of the displaced Rohingya people sheltered in Bangladesh on an expeditious basis.

#

Mohsin/Pasha/Enayet/Sanjib/Mahmud/Arafath/Zoynul/2022/2000 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৬২

**শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ১৫ কোটি ৭৩ লাখ টাকা লভ্যাংশ জমা দিলো বিএটি**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

 শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ১৫ কোটি ৭৩ লাখ টাকা লভ্যাংশ জমা দিয়েছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) বাংলাদেশ।

 আজ সচিবালয়ে প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করে বিএটি বাংলাদেশের মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান সাদ জসিমের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ১৫ কোটি ৭৩ লাখ ৭৭ হাজার ৩শ’ টাকার একটি চেক প্রতিমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন।

 বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির নিট লাভের শতকরা পাঁচ ভাগের এক দশমাংশ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা প্রদানের বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি এবং বহুজাতিক মিলে ২শ’ ৯৮ টি কোম্পানি এ তহবিলে নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করছে। এ তহবিলে আজ পর্যন্ত জমার পরিমাণ ৭শ’ ৬৮ কোটি টাকার বেশি। এ তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে, আহত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিকের চিকিৎসা এবং শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা দেয়া হয়। এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার ২৩৭ শ্রমিককে এ তহবিল থেকে প্রায় ৬৬ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 চেক প্রদান অনুষ্ঠানে সচিব মোঃ এহছানে এলাহী, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, যুগ্ম সচিব মোঃ মহিদুর রহমান, বিএটি এর এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স প্রধান শেখ শাবাব আহমেদ এবং কনসালট্যান্ট আখতার আনোয়ার খানসহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল গঠনের পর থেকে একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএটি বাংলাদেশ তাদের লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট অংশ এই তহবিলে নিয়মিতভাবে প্রদান করে আসছে। গত ১০ বছরে এই তহবিলে অদ্যাবধি সর্বমোট ৮৪ কোটি ৯৯ লাখ ১৯ হাজার ৭ শত ৭০ টাকা প্রদান করেছে বিএটি। এ বছরের প্রদানকৃত লভ্যাংশ ১৫ কোটি ৭৩ লাখ ৭৭ হাজার ৩শ’ টাকা গত অর্থ বছরের তুলনায় প্রায় ৪ কোটি ৬৩ লাখ ৭৬ হাজার টাকা বেশি বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

#

আকতারুল/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪৩৬১

**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিদায় ও বরণ**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আমিনুল ইসলাম খানের বিদায় ও নবনিযুক্ত সচিব ফরিদ আহাম্মদের বরণ অনুষ্ঠান আজ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেন, সরকারি চাকুরিতে বদলি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাই পদায়নের কথা না ভেবে কর্মস্থলে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে যাতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা জাতির ভিত গঠনের প্রধান হাতিয়ার। তাই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে দেশের নেতৃত্ব দেয়ার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এদের হাতেই গড়ে উঠবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা। এ জন্য তিনি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিবিড়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুহিবুর রহমান, রুহুল আমিন, প্রাথমমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক নুরুজ্জামান বক্তব্য রাখেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ অক্টোবর, ২০২২ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে আমিনুল ইসলাম খানকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে সিনিয়র সচিব এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফরিদ আহাম্মদকে পদোন্নতি দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পদায়ন করা হয়।

#

মাহবুবুর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮২৫ঘণ্টা

Handout Number : 4360

**Permanent Secretary-designate of Thailand**

**calls on Foreign Minister**

Dhaka, 30 **October** :

 The visiting Permanent Secretary-designate of Thailand, Sarun Charoensuwan
paid a courtesy call on Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen at the Ministry of Foreign
Affairs today. During the call on, both the dignitaries exchanged warm greetings on the
milestone occasion of the 50 Years of Diplomatic Ties between Bangladesh
and Thailand, which is being celebrated on both sides with fervor and enthusiasm.

 In his remarks, Foreign Minister shared that Bangladesh is firmly committed to maintaining cordial and friendly relations with all the neighboring countries in the spirit of its cardinal foreign policy objective of 'friendship to all, malice towards none.' He stressed the importance of forging a stronger and more effective regional collaboration by facilitating greater connectivity in the region.

 Foreign Minister called for mutually beneficial initiatives and cooperation in order to harness the complementarities existing between the two economies. He requested more Thai support and expertise for improving the tourism sector of Bangladesh, which is endowed with immense potential. He also encouraged more Thai investment in the infrastructure development initiatives of Bangladesh, agro-processing sector, health and pharmaceutical sector, etc. to further deepen the economic relations between the two countries. Foreign Minister sought a more proactive role of Thailand in particular, and of the ASEAN in general, for ensuring an expeditious and sustainable repatriation of the displaced Rohingya people sheltered in Bangladesh on humanitarian grounds, to their homeland in Myanmar. Dr. Momen also requested participation of the Thai Foreign Minister & Deputy Prime Minister at the IORA Ministerial meeting in Dhaka next month.

 The Thai permanent Secretary-designate lauded the high growth and massive developmental efforts going in Bangladesh currently, which is rapidly transforming the country. He also emphasized on holding the Joint Commission Meeting at a mutually convenient time at the earliest. He suggested seriously looking into concluding an FTA for further strengthening the bilateral trade and business.

#

Mohsin/Pasha/Enayet/Sanjib/Mahmud/Arafath/Zoynul/2022/2030 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৫৯

**শেখ হাসিনার হাত ধরেই সব ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ**

 **-- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই ইতোমধ্যে সব ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। তিনি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে রাত-দিন নিরলসভাবে কাজ করছেন। তাঁর অসীম দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবলের ফলে বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গঠিত ডেল্টা প্ল্যানের আওতায় বন্যা, নদীভাঙন, নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামে পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি কৌশলই হলো ‘বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’।

আজ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের হলরুমে ‘Advancing BDP-2100 Implementation and related Policy/Institutional Reforms requirements, GRID DPC, Jamuna Project DPP approval etc’ শীর্ষক সেমিনারে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ড ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর বেশিরভাগ পরিকল্পনার নেতৃত্ব দেবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪৬ টি পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম রয়েছে, যার মধ্যে মন্ত্রণালয় এককভাবে ৩৩ টি পিআইপি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে আমাদের ডেল্টা প্ল্যানের ২৬ টি পিআইপির অধীনে ৫৭ টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। তিনি বলেন, বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অধীন গত ৪ বছরে পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩০৯কিমি নদীর তীর রক্ষা বাঁধ, ৩৯৪ কিমি বাঁধ নির্মাণ, ৫ হাজার ৪৩৫ কিমি বাঁধ পুনর্গঠন, ৬১২টি হাইড্রোলজিক্যাল স্ট্রাকচার নির্মাণ এবং ১ হাজার ১৩০কিমি, ১ হাজার ১৫২কিমি সেচ খালের ড্রেজিং, পুনঃখনন ও সংস্কারের কাজ করা হয়েছে। এর বাইরে ২ হাজার ৫০০ কিমি ছোট নদী, খাল, জলাভূমি পুনঃখনন করা হয়েছে। ড্রেনেজ, সেচ, ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ এবং স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য কাজ করছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন,বাংলাদেশ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পলিগঠিত ব-দ্বীপ। দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল এলাকা নিম্নভূমি। খরা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙনের হুমকি মোকাবিলা করতে হয় এখানকার মানুষকে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০৫০ সালে এ দেশের প্রায় ১৪ শতাংশ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এতে প্রায় ৩ কোটি লোক জলবায়ু শরণার্থীতে পরিণত হবে। ডেল্টা প্ল্যানে বন্যার ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শহর রক্ষা; নতুনভাবে জেগে ওঠা চর এলাকায় নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনা জোরদার করা; উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা নতুন জমি উদ্ধার এবং সুন্দরবন সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। আর এসব উদ্যোগের মধ্য দিয়েই পলিগঠিত এই বৃহত্তম ব-দ্বীপের মোহনায় জেগে উঠবে নতুন চর আয়তন বাড়বে বাংলাদেশের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগেই এই মহাপরিকল্পনা স্বপ্ন থেকে বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, বিশ্ব ব্যাংক দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিনিধি রুমী, অতিরিক্ত সচিব এস এম রেজাউল মোস্তফা কামাল, অর্থ ও পরিপল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ।

#

গিয়াস/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৫৮

**চট্টগ্রাম বন্দর ইতোমধ্যে রিজিওনাল শিপিং হাব-এ পরিণত হয়েছে**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দর ইতোমধ্যে রিজিওনাল শিপিং হাব-এ পরিণত হয়েছে এবং থাকবে।

আজ রাজধানীতে ‘চট্টগ্রাম বন্দর কীভাবে রিজিওনাল শিপিং হাব-এ পরিণত হবে’ বিষয়ক রাউন্ড টেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা রাউন্ড টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক ইনাম আহমেদের সভাপতিত্বে এবং নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার খানের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডস এসোসিয়েশনের সভাপতি কবির আহমেদ, বিকেএমইএ’র নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশনের পরিচালক ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম মজুমদার, সিকম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আইনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাশেদ খান মাহমুদ তিতুমীর, এফবিসিসিআই’র পরিচালক প্রীতি চক্রবর্তী, সিসিসিআই’র পরিচালক অঞ্জন শেখর দাস এবং সিসিসিআই’র সাবেক পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ। বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডস এসোসিয়েশনের সহসভাপতি কবিরুল আলম সুজন মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের বে-টার্মিনালের ‘মাল্টিপারপাস টার্মিনাল’ চট্টগ্রাম বন্দর নিজেরা পরিচালনা করবে। এক্ষেত্রে সরকার দেশের স্বার্থ বিবেচনায় রেখেছে। বিদেশি বিনিয়োগের বিষয়ে সরকার অর্থনীতি এবং নিরাপত্তার বিষয়টি দেখবে। তিনি বলেন, গত ১৪ বছরে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। বন্দরের বিভিন্ন বিষয়ে সরকার নজরদারি রাখছে। ডে বাই ডে সেগুলোর উন্নয়ন হচ্ছে। যন্ত্রপাতি ও ইয়ার্ড এর পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন চট্টগ্রাম বন্দর প্রাতিষ্ঠানিক বন্দর হিসেবে ১৩৪ বছর অতিক্রম করেছে। চট্টগ্রাম বন্দর মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে তৈরি হয়নি। ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। অনেক সমস্যার কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো একদিনের সমস্যা না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী- সেটি বড় বিষয়। কাস্টমসের জবাবদিহিতা নাই; একথাটি ঠিক নয়। ডে বাই ডে আপগ্রেড এবং সবকিছু অটোমেশন ও ডিজিটাল করা হচ্ছে। বিদেশিরা বিনিয়োগ করতে এলে দেশের স্বার্থকে আগে দেখা হবে। তিনি বলেন, কক্সবাজার এয়ারপোর্ট রিজিওনাল হাব-এ পরিণত হবে। মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর এমনিতেই রিজিওনাল হাব হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের অভ্যন্তরীণ তিনটি বন্দর আছে। লজিস্টিক্স বিষয়ে কিছু দুর্বলতা আছে। সেজন্য অনেক ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজন। এজন্য বিদেশিদের সাথে কথা বলছি। কারিগরি ও দক্ষ লোকের অভাব দূর করতে কাজ করা হচ্ছে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৫৭

 **ডেঙ্গু মোকাবিলায় সরকারের সাথে জনগণের অংশগ্রহণে সফলতা ত্বরান্বিত হতে পারে**

 **--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

 ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ মোকাবিলায় সরকারের সাথে জনগণের অংশগ্রহণে সফলতা ত্বরান্বিত হতে পারে। পাশাপাশি জনসচেতনতাও বাড়ানো জরুরি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 আজ মন্ত্রণালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সারা দেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক ২০২২ সালের ৫ম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা জানান।

 মন্ত্রী বলেন, সাধারণ জনগণকে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সম্পৃক্ত করতে হবে। সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দায়িত্বশীল সবার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, এশিয়ার সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও ভারতসহ অন্য দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কম।

 সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে সর্বশেষ তথ্য তুলে ধরে মন্ত্রী জানান, এবছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে ২৮ হাজার ১৯৬, ইন্দোনেশিয়ায় ৯৪ হাজার ৩৫৫, মালয়েশিয়ায় ৩৭ হাজার ৯৫০, ফিলিপাইনে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৬৫০ এবং ভারতে ৬৩ হাজার ২৮০ জন মানুষ ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আর বাংলাদেশে এবছরের জানুয়ারি থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৩ হাজার ৯২৩ জন রোগী আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা কম হলেও সেটি বেদনাদায়ক। তুলনা দেওয়ার কারণ এদেশগুলো আমাদের মতোই ট্রপিক্যাল দেশ।

 মন্ত্রী আরো বলেন, ২০১৯ সাল থেকে আমরা ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। ২০২০ সালে এসে সেই সফলতা দেখাতে সক্ষম হয়েছি। তবে ২০২২ সালে এসে আবার পরিস্থিতির অবনতি লক্ষ্য করছি। যদিও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে পরিস্থিতি এখনো অনেক খারাপ। তিনি বলেন, এই বছর আগের তুলনায় আবহাওয়ার ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। এখন থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়ার ফলে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যই ডেঙ্গুর পরিস্থিতি এসময় আগের তুলনার বেশি।

 মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, ঢাকা মহানগরীতে বসবাসরত মানুষদের একটি বাসযোগ্য ও দৃষ্টিনন্দন শহর উপহার দিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রাজধানীসহ দেশের মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করুক এটাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মূল লক্ষ্য।

 সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিনসহ স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও সিটি কর্পোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রুবেল/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৫৬

**বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতা বিশ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে**

 **---আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন,প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর হতে সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতা বিশ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংবলিত ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ও সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার গৌরনদী শহিদ সুকান্ত বাবু মিলনায়তনে ৮৪৮ জন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিপিন চন্দ্র হাওলাদারের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তালুকদার মোঃ ইউনুছ, উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দা মনিরুন নাহার মেরী ও পৌর মেয়র হারিছুর রহমান হারিছ।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচিতি নিশ্চিতকল্পে তাঁদের অনুকূলে স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল সনদপত্র প্রদান সরকারের একটি গণমুখী উদ্যোগ।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনা ও স্থানসমূহকে আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে নানাবিধ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে জেলায় জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বরিশালের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এলাকাবাসীর জীবন মানোন্নয়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

আহসান/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৫৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক ৮৪ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ৪ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪২৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮০ হাজার ৫০৯ জন।

#

কবীর/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৭২০ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i :৪৩৫৪

**সুগারমিলের পতিত জমি চাষের আওতায় আনা হবে**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

 ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর):

  সুগারমিলসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, সুগারমিলের অনেক পতিত জমি আছে। সেগুলোকে চাষের আওতায় আনতে হবে। এছাড়া, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জমি কোথায় কোথায় পতিত আছে, তা খুঁজে বের করে চাষের আওতায় আনতে হবে।

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষিসচিব মো: সায়েদুল ইসলাম। এসময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 সুগারমিল এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রতিবছর জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যের চাহিদাও বাড়ছে। কাজেই, যে কোন মূল্যে খাদ্য উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যেটুকু সুযোগ আছে, তার সবটুকু আমরা কাজে লাগাতে চাই। সেজন্য, মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদেরকে আরও তৎপর ও সক্রিয় হতে হবে। কীভাবে উৎপাদন আরও বাড়ানো যায়-তা খুঁজে বের করতে হবে।

সভায় জানানো হয়, চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ আছে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে, যার পরিমাণ ৬৬০ কোটি টাকা।

  #

 কামরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/ইমা/2022/১৪৪০ NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৫৩

**স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে নিয়ে বিএনপি রাজনীতি করে**

 **- খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ (সাপাহার), ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

নারীরাই শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করবে বলে উল্লেখ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

মন্ত্রী আজ সাপাহারে জেলা পরিষদ ডাক বাংলো প্রাঙ্গণে ১নং সাপাহার ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার অনেক কর্মসূচি নিয়েছে- যার সরাসরি উপকারভোগী নারী। দরিদ্র সন্তানের লেখাপড়ার খরচ অভিভাবকের মোবাইলের মাধ্যমে পৌঁছে দিচ্ছে সরকার। উন্নয়নের সাথে জনগণকে পরিচিত করেছে শেখ হাসিনার সরকার বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে নিয়ে বিএনপি রাজনীতি করে। দলটির মহাসচিব ফখরুল ইসলাম এখনও বলে পাকিস্তান আমলে ভালো ছিলাম। তার কথায় স্বাধীনতা বিরোধীরা স্বস্তি পায়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিহত করার আহ্বান জানান সাধন চন্দ্র মজুমদার।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার আসামী তারেক জিয়া। সে এখন পলাতক জীবনযাপন করছে। শেখ হাসিনার সরকার এদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় এনেছে। গ্রেনেড হামলার সাথে যারা জড়িত তাদেরও বিচারের ব্যবস্থা করা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে মহিলা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সজাগ থাকতে হবে। ভুল বুঝিয়ে গ্রামের মা বোনদেরকে যাতে কোনো দল বা ব্যক্তি বিভ্রান্ত করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সাপাহার ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আঞ্জুয়ারা বেগম এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন জেলা পরিষদ সদস্য ফজলে রাব্বি, সাপাহার উপজেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মো: নুরুল ইসলাম, সাপাহার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ভুট্টু পাহান।

#

কামাল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাহমুদা/কলি/শামীম/২০২২/১২৩৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৫২

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৩১ অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি এই দলের সকল নেতাকর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

জাতির পিতা যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে শুরু হয় হত্যা, ক্যু, সংবিধান লঙ্ঘন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ধ্যান-ধারণার পুনর্বাসন এবং তাদের রাষ্ট্র-রাজনীতি-সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা। দেশবাসীর ওপর সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়ে কুচক্রী মহল তাদের উদ্দেশ্য অনেকটা চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়। দেশ ধাবিত হয় এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে।

দেশের এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে আমি ১৯৮১ সালের ১৭ই মে ৬ বছরের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেশে ফিরে আসি ভাত ও ভোটের অধিকার আদায়ের সংকল্প নিয়ে। ততদিনে কুচক্রীমহল সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে দুর্নীতি, অপরাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ফেলেছে। শুরু হয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের লড়াই।

তৎকালীন পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক বিভাজনের রাজনীতি এবং শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই এ দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক এবং শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত। আর সে জন্যই যে সংবিধান তিনি উপহার দিয়েছিলেন সেটি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র - এই চারটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কিন্তু জাতির পিতাকে হত্যার পর ক্ষমতাদখলকারী শাসকচক্র পাকিস্তানি কায়দায় দেশে আবারও বিভাজনের রাজনীতি প্রবর্তন করে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেয়। দেশে ফিরে এসে আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ভাত ও ভোটের অধিকার আদায়েরর সংগ্রামে লিপ্ত হই।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বরাবরই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনায় অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমাদের সহযোগী হিসেবে জোরালো ভূমিকা পালন করে আসছে।

আমি আশা করি অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও জাসদ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষমতা দখলের অপরাজনীতির বিরুদ্ধে এবং দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারা, উন্নয়ন ও শান্তির রাজনীতি অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি এ দলের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাহমুদা/কলি/আসমা/২০২২/১০৪৩ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৫১

**ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** আগামীকাল ৩১ অক্টোবর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী **উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :**

“ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এক যুগপূর্তির এই শুভক্ষণে আমি অত্র ইউনিটের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কালজয়ী আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের দেশপ্রেমিক পুলিশ সদস্যগণ।

আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ পুলিশকে সাইবার ক্রাইম, জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন, মানি লন্ডারিং ইত্যাদি সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম একটি জনবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সব ধরণের সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসাবে গত সাড়ে ১৩ বছরে পুলিশ বাহিনীতে এন্টি টেরোরিজম ইউনিট, সাইবার ইউনিট গঠনসহ ৬টি বিশেষায়িত ইউনিট, ৪টি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, ৩টি র‌্যাব ব্যাটালিয়ন, ২টি রেঞ্জ, ২টি মেট্রোপলিটন পুলিশ, ৬৩টি থানা, ৯৫টি তদন্ত কেন্দ্র এবং ৩০টি ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার গঠন করা হয়েছে। একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ দেশ গড়ার লক্ষ্যে পুলিশের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে জনবল ও বাজেট বৃদ্ধিসহ সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পুলিশের প্রায় সকল ইউনিটের কাঠামো সংস্কারসহ মোট ১ হাজার ৫২৯টি ক্যাডার পদসহ সর্বমোট ৮২ হাজার ৯২৭টি পদ সৃজন করা হয়। বিশ্বায়নের ও ডিজিটালাইজেশনের এ যুগে অপরাধীরা সহজলভ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ও সর্বদা নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে অপরাধকে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক পরিসরে দ্রুত বিস্তৃত করছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় প্রযুক্তি নির্ভর অপরাধ প্রতিরোধ ও অপরাধ উদঘাটন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পুলিশ কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়কে ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে।

শিল্পাঞ্চলে অপরাধের মাত্রা ও প্রকৃতি ভিন্নতর। শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ করে পোশাক শিল্পে নৈরাজ্য ও অস্থিরতা দেখে আমাদের সরকারই প্রথম শিল্প পুলিশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ২০০৯ সালে শিল্প পুলিশ গঠনের ঘোষণা দেয়। ২০১০ সালের ৩১ অক্টোবর হতে শিল্পাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এই ইউনিটটি যাত্রা শুরু করে। গঠনের পর থেকেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ অত্যন্ত সফলতার সাথে তাদের দায়িত্বপালন করে আসছে। আমাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি শিল্প খাত হতে অর্জিত আয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্পখাত রপ্তানি করেছে ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক, যা মোট রপ্তানির ৮১.৮২ শতাংশ। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে ২য় অবস্থানে রয়েছে। শুধুমাত্র পোশাক শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৪২ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় থাকার কারণে আমাদের এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক, মালিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে শিল্প সম্পর্কিত সু-সম্পর্ক বজায় রাখা, বিদেশি বিনিয়োগকারী ও কারিগরি বিশেষজ্ঞদের নিরাপত্তা বিধান করাসহ শিল্প সেক্টরে সামগ্রিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও কলকারখানার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

আমি আশা করি, দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ সকল শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধবপরিবেশ সৃষ্টিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ আরো সচেষ্ট হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

    বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাখাওয়াত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/শামীম/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৫০

 **ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৪ কার্তিক (৩০ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৩১ অক্টোবর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ প্রতিষ্ঠার যুগপূর্তিউপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ প্রতিষ্ঠার যুগপূর্তিতে আমি এ ইউনিটের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্‌ এ পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেন বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ স্বাধীনতা পদক লাভ করে। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জীবন উৎসর্গকারী বীর পুলিশ সদস্যদের আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে সরকার ২০১০ সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ নামে নতুন একটি ইউনিট সৃষ্টি করে। দেশের শিল্পাঞ্চলগুলোতে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদনমুখী কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে অংশীদারিত্বমূলক পুলিশিং ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে এই ইউনিট নিয়মিত কমিউনিটি পুলিশিং, বিট পুলিশিং এবং ওপেন হাউস ডে সহ নানাবিদ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শ্রমিক, মালিক ও অংশীজনদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে শিল্পাঞ্চলে উৎপাদনমুখী ও স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

দেশি-বিদেশি শিল্প উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার অন্যতম প্রধান নিয়ামক হচ্ছে শিল্পাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখা। আমি আশা করি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের সকল সদস্য পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্বপালনের মাধ্যমে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখাসহ জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/শাম্মী/মাহমুদা/শামীম/২০২২/১০১৬ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ